দৈনিক জনকণ্ঠ

34

তারিখ ... MAR. 01 2000 ...
পৃষ্ঠা 10 ... কলাম ...

শিক্ষাকে হরতালমুক্ত রাখা হোক

ফৌজিয়া মোমেন

শিক্ষা বছরের শুরুতেই, উপর্যুপরি হরতাল ও নানা কর্মসূচী বাংলাদেশের সামগ্রিক শিক্ষা পরিস্থিতিতে ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যে ফেলেছে। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অব্যাহত আহ্বান আর রাজনৈতিক সমস্যায় শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার দ্বিমুখী প্রেক্ষাপটে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ দেশের সচেতন অংশ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শিক্ষাঙ্গন ও ক্যাম্পাসগুলো থেকে দাবি উঠছে এই অবস্থা থেকে মুক্তির।

বর্তমান সময়ে শিক্ষাঙ্গন একদম চাঙ্গা। বিভিন্ন রকম পরীক্ষা ও ভর্তি কর্মসূচীতে জমজমাট স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। শিক্ষা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রম অপেক্ষারত। যেমন ১. *এসএসসি পরীক্ষা,* ২. *এইচএসসি পরীক্ষা,* ৩. *জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা,* ৪. *দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা,* ৫. *মেডিক্যাল-বুয়েটসহ বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা,* ৬. *বিদেশে পড়তে যাওয়ার লক্ষ্যে টোফেল এবং জিআরই পরীক্ষা।* অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা থেকে নিম্নতরস্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলো ও কার্যক্রমগুলো এই সময়েই সম্পন্ন হবে বা শুরু হবে। এমনতর প্রেক্ষাপটে অব্যাহত রাজনৈতিক কর্মসূচী পুরো দেশের মতো শিক্ষা কার্যক্রমকেও গ্রাস করেছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সবাই সোচ্চার।

স্বাধীন, নিয়মতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক দেশে সকল পেশা-বৃত্তি-কর্মের মানুষ নিজ নিজ কাজ স্বাধীন ও বাধাহীনভাবে করতে পারেন। এই অধিকার গণতন্ত্র ও সাংবিধানই একজন নাগরিককে দিয়েছে। নাগরিকের জান-মাল-পেশা ও ভবিষ্যত নিশ্চিত করা দেশ, রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দলসহ সকলেরই দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করা হলে নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে একজন ব্যক্তি অবশ্যই কথা বলতে পারেন। কথা বলতে পারেন সিভিল সমাজের প্রতিনিধিরাও। শিক্ষাকে ব্যাহত এবং শিক্ষা জীবনকে প্রলম্বিত করে জাতির বা রাজনীতির কি লাভ হবে, এটা কারওই জানা নেই। রাজনীতির নেতিবাচক প্রবণতা কেন শিক্ষার মতো ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত করবে, তাও জানা নেই। দেশে রাজনীতি বা সরকার যেমনই থাকুক না কেন, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এসব লাগবেই। কোন দলই এটা বলতে পারবে না যে, আমরা